(২৫) What is a Pada? Name and explain different varieties of Pada. Define after Kautilya Vākya and Varga.

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের "শাসনাধিকারঃ" শীর্ষক দশম অধ্যায়ে শাসন বা লেখ রচনা প্রসঙ্গে বর্ণ, পদ, বাক্য, বর্গ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শাসনে বা লেখে বিবিধ প্রকারের বাক্য প্রয়োগ হয়। বাক্য হল পদের সমষ্টি। অক্ষর সমূহের সমবায়ে গঠিত হয় পদ। সে অক্ষর বা বর্ণ হলো তেষট্টি। এদের মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে আকারাদি

Scanned with CamScanner

স্বরবর্ণ ২২ প্রকারের। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শবর্ণ। য, র, ল, ব,— এ চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ। অনুস্বর, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়— ও চারটি অযোগবাহ বর্ণ। শ, স, য, হ,— এ চারটি উষ্মবর্ণ। যমাক্ষরের সংখ্যা চারটি, এতক্ষণে সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা হল তেষট্টি।

বর্ণসমূহের সমবায় বা সংঘাতের নাম পদ (বর্ণসংঘাতঃ পদম্)। সেই পদ আবার চার প্রকার, যথা— নাম, আখ্যাতি, উপসর্গ ও নিপাত। (তচ্চতুর্বিধং নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চেতি)। এগুলির মধ্যে যে পদ সত্ত্বাভিধায়ী অর্থাৎ জাতি, গুণ, ও দ্রব্যবাচক, তার নাম 'নাম'। (তত্র নাম সত্ত্বাভিধায়ি)। নিরুক্তকারের মতে— ''সত্ত্বপ্রধানানি নামানি''। আবার যে পদে স্ত্রীপুংনপুংসকরূপ লিঙ্গ বিশেষবর্জিত এবং ক্রিয়াবাচক তার নাম আখ্যাত। নিরুক্তকার আখ্যাতের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেন,— ''ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্'' অর্থাৎ যে পদে ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রধান তাকে আখ্যাত বলা হয়। (অবশিষ্ট লিঙ্গমাখ্যাতং ক্রিয়াবাচি)। ''উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে''— অর্থাৎ প্র, পরা, অপ, সম, অনু ইত্যাদি যে সকল পদ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগতবিশিষ্ট অর্থ দ্যোতিত করে সেগুলির নাম উপসর্গ, ক্রিয়াবিশেষকাঃ প্রাদয় উপসর্গাঃ)। আবার, চ, বা, হ ইত্যাদি যে অব্যয়পদগুলি লিঙ্গ বচন বিভক্তি ভেদ রহিত সেগুলি নিপাত বলা হয় (অব্যয়াশ্চদয়ো নিপাতাঃ)।

অর্থশাস্ত্রকার বলেছেন, ''পদসমূহো বাক্যমর্থপরিসমাপ্তৌ'' অর্থাৎ যে পদ সমূহের দ্বারা একটি পূর্ণ বা নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে পদসমূহের নাম বাক্য। আবার, পরবর্ত্তী পদের অর্থ অনুসরণ করে কমপক্ষে একটি এবং বেশীপক্ষে তিনটি পদ নিয়ে বর্গ (সমাস) অথবা বিরাম, অবসান বা বিচ্ছেদ বিহিত হতে পারে। তিনটির অধিকপদ নিয়ে সমাসবদ্ধ পদ গঠন অনিভিপ্রেত, কেননা, তাতে মাধুর্যাদিগুণের ব্যাঘাত ঘটে। সেজন্য বলা হয়েছে,

''মাধুর্যমভিবাঞ্ছন্তঃ প্রসাদনং চ সুমেধস।
সমাসবন্তি ভূয়াংসি ন পদানি প্রযুঞ্চতে''।। (শ্রীমূলা টীকা ১ম/১৭১পৃ।

Scanned with CamScanner